1@cbgr1971.org
www.cbgr1971.org

ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান : ইন্দিরার ঘোষণা : ভুটানেরও স্বীকৃতি : আরও বহু দেশের ঘোষণা আসন্ন

গত সোমবার স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এশিয়ার সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিলাভ করেছে। ভুটানও বাংলাদেশকে স্বীকৃতিপ্রদান করেছে।

ভারতের সর্বজনশ্রদ্ধেয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের এক যুক্ত অধিবেশনে বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতিদানের কথা তুমুল হর্ষধ্বনির ভিতরে ঘোষণা করেন।

আশা করা যায় ভারতের এই স্বীকৃতিদানের পর বাংলাদেশ সরকার ইউরোপ, এশিয়া ও আমেরিকার অন্ততঃপক্ষে আরো ২১টি রাষ্ট্রের আশু স্বীকৃতিলাভ করতে পারেন।

সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী মিঃ আলেক্সি কোসিগিন এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতিদানের বিষয়টি সোভিয়েট সরকার কর্তৃক বিবেচিত হওয়া সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করেন।

ভারতীয় পার্লামেন্টে সকল দলীয় সদস্যদের তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের ঘোষণাটি পাঠ করেন। উল্লেখযোগ্য যে, তরা ডিসেম্বর দিবাগত রাত্রে ভারতের উপর পাকিস্তানের কাপুরুষোচিত বিমান আক্রমণের সংবাদ শ্রবণের পর জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে শ্রীমতী গান্ধী বলেন, 'এখন বাংলাদেশের যুদ্ধ ভারতেরও যুদ্ধ।'

প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার চলতি সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপ্রধান এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান এবং জনাব তাজউদ্দীন আহমেদকে প্রধানমন্ত্রী করে প্রথম স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। অতঃপর ১৭ই এপ্রিল তারিখে কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথপুর গ্রামের এক আম্রকাননে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান এবং মন্ত্রীসভার সদস্যগণ—যথাক্রমে জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ, খন্দকার মুস্তাক আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও জনাব এ এইচ এম কামরুজ্জামান শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণের অব্যবহিত পরেই অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান ভারতসহ বিশ্বের সকল দেশের কাছে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতির জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

আজ সকল ফ্রন্টে মুক্তিবাহিনীর দুর্বার অগ্রগতি এবং ভারতীয় জোয়ানদের এই মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র সহায়তাদানের ফলে স্বাধীন বাংলাদেশ একটি বাস্তব ও স্বীকৃত সত্য। জয় বাঙ্গালীর জয়।

জয়বাংলা বিশেষ ক্রোড়পত্রের সম্পাদকীয়

জয়বাংলা

স্বাধীন বাংলাদেশ আজ জগৎ সভায় সম্মানিত ও স্বীকৃত। এশিয়ার সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রী দেশ বাংলাদেশ সরকারকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। আরো বহু দেশের স্বীকৃতিদান আসন্ন। একদিকে যখন মুক্তিবাহিনীর দুর্বার অগ্রগতির মুখে গোটা দখলীকৃত বাংলাদেশ অচিরেই মুক্ত হতে চলেছে, ঠিক সেই সময় বাংলাদেশের এই স্বীকৃতি শুধু বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তিযুদ্ধের জয় নয়, গোটা এশিয়ায় গণতন্ত্র ও মানব স্বাধীনতার স্বীকৃতি ও বিজয়।

আজ আমরা গভীর শ্রদ্ধা ও সৌম্য ভাবাবেগের সঙ্গে স্মরণ করি আমাদের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি নাৎসী ইয়াহিয়ার কারাগারে দুঃসহ বন্দী জীবনযাপন করছেন। স্মরণ করি পশ্চিম পাকিস্তানী নরপশুদের হাতে নিহত বাংলার দশ লাখ শহীদ নর-নারীকে, স্মরণ করি মুক্তিযুদ্ধে বীর সেনানীরা আত্মাহুতি দিয়েছেন তাঁদের শৌর্য, সাহস ও দেশপ্রেমকে, স্মরণ করি সোনার বাংলার মাটি, মানুষ ও নয়নাভিরাম সৌন্দর্য, হাজার বছরের ঐতিহ্যশালী কৃষ্টি সভ্যতা ও ভাষাকে। স্মরণ করি ভাষা আন্দোলনের শহীদদের, স্মরণ করি শিক্ষা আন্দোলনের শহীদদের, স্মরণ করি বিভিন্ন ছাত্র আন্দোলন ও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের শহীদদের।

স্বাধীন বাংলা আজ বাস্তব সত্য। বাস্তব সত্য স্বাধীন বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব। জয়বাংলা।

মনোপলির কোন স্থান থাকবে না

(২য় পাতার পর)

সহায়ক হবে। লাখো শহীদের রক্ত স্নাত বাংলাদেশে কার্টেল ও মনোপলির কোন স্থান থাকবে না। বাংলাদেশ সরকার সুস্পষ্টভাবে এ নীতি ঘোষণা করেছেন।

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে নৈতিক সাহায্য এবং এক কোটি শরণার্থীকে ভারতে ভরনপোষণের ব্যবস্থা করার জন্য ভারতীয় জনগণ এবং সরকারের কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে জনাব রহমান আমাদের দেশ গঠনে ভারতীয় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে ভারতীয় শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে শ্রী এন, দত্ত বক্তৃতা করেন।

ঢাকার অদূরে জানোয়ারদের নৃশংস হামলা

কয়েকটি গ্রাম নিশ্চিহ্ন : বিদেশী পত্রিকার রিপোর্ট

মার্চ-এপ্রিলে নয়, নভেম্বরের শেষের দিকে ঢাকার অদূরে কয়েকটি গ্রামে কসাই ইয়াহিয়ার জানোয়ার বাহিনীর লোমহর্ষক হত্যাযজ্ঞের দু'একটি ঘটনা বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

সুইডেনের 'এ ক্স প্রে শা ন' সংবাদপত্রের দূরপ্রাচ্য সংবাদদাতা হারমান লিণ্ডভিস্ট বাংলাদেশের হাজারো মাই লাইর মধ্যে একটির আংশিক বিবরণ দিয়েছেন।

প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, "যা কিছুই পোড়ানো যায়, তাই পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। সর্বত্রই ধ্বংসলীলার চিহ্ন। গৃহে ব্যবহার্য্য তৈজসপত্র পর্যন্ত ধ্বংস করা হয়েছে। বেঁচে থাকা মানুষগুলি ধ্বংস স্তূপের মধ্যে বাঁচার উপকরণ খুঁজছিলো...।"

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধাদের সন্ধানে দু'টি গ্রামে পাকিস্তানী দস্যু বাহিনীর হানা দেওয়ার পর সমস্ত এলাকাকে তারা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে অসংখ্য বাঙালীকে পৈশাচিক আনন্দে হত্যা করে। সংবাদদাতা লিখেছেন যে, এই ধ্বংসযজ্ঞে কত বাঙ্গালী প্রাণ হারিয়েছে তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

দু টি ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রামের মধ্যে একটির নাম কালামুড়ি। এ গ্রামে জানোয়ার হানাদার বাহিনী কমপক্ষে ৭৫টি গৃহ পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে এবং ৫০ থেকে ৮০ জনের মতো বাঙ্গালীকে হত্যা করেছে।

সংবাদদাতা লিখেছেন যে, গ্রামবাসীরা তাঁকে ঘাস দ্বারা আচ্ছাদিত কয়েকটি মৃতদেহ দেখান। কিন্তু বীভৎস গন্ধ বেরুচ্ছে দেখে ঘাস উল্‌টিয়ে মৃতদেহগুলি দেখতে সাহসী হননি।

সংবাদদাতা লিখেছেন যে, বাঁশ ঝাড় এবং সাদা শাপলা ফুলে আচ্ছাদিত একটি পুকুরে খান সেনারা তিন শতাধিক মৃতদেহ ফেলে দেয়।"

সংবাদদাতা বলেন, পাকিস্তানী সৈন্যরা কেন এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালালো তা কেউ বলতে পারে না। কেউ বলেছেন, তারা বাঙ্গালীদের হত্যা করে আনন্দ পায় বলেই হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। অন্য আর একজন বলেছেন যে, হয়তো ইয়াহিয়ার পশু সৈন্যরা মনে করেছে যে এ এলাকায় মুক্তি সেনানীরা থাকে তাই এই হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন এখানে কোন মুক্তি সেনা নেই। কোন অস্ত্র খান সেনারা পায়নি এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধও ছিল না।

ধ্বংসপ্রাপ্ত দু'টি গ্রামের একটিতে জনৈক যুবকের সাথে কথাবার্তার বিবরণও সুইডেনের সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে। যুবকটি সংবাদদাতাকে বলেছেন, "নভেম্বরের গত সপ্তাহের বুধবারে সৈন্যরা আসে; পাঞ্জাবী সৈন্য। তারা গৃহে গৃহে তল্লাসী চালায় এবং টাকা পয়সা লুঠ করে। শুক্রবার তারা আবার ফিরে আসে। তারা কয়েক শত ছিল। তখন সন্ধ্যা ছ'টা। হঠাৎ তারা কারফিউ জারী করে এবং কয়েকটি ফাঁকা আওয়াজ করে। আমাদের মধ্যে

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি আবদুল মান্নান, মুজিবনগর জয়বাংলা প্রেস থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষে আবদুল মান্নান কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত